

নান্টু ঘটক ও কাছিম কাহিনী
জুপিটার জয়প্রকাশ
ধর্মকারী
dhormockery
নিবেদিত
নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত

নান্টু ঘটক ও কাছিম কাহিনী

জুপিটার জয়প্রকাশ

একটি ধর্মকারী ইবুক
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
dhormockery@gmail.com

নান্টু ঘটক ও কাছিম কাহিনী

জুপিটার জয়প্রকাশ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৬

ধর্মকারী ইবুক

ধর্মকারী
dhormockery

প্রকাশক

ধর্মকারী
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ

'কবি'

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।



উ ৎ স র্গ

তসলিমা নাসরিন

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

প্রস্তাবিত ইসলামী জাতীয় সঙ্গীত

সকল দেশের সেরা

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা
ও সে শান্তি দিয়ে তৈরি সে দেশ
বোরখা দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের সেরা সে যে,
নবীর জন্মভূমি।।

পুণ্য পূর্ণ মাথা নেড়া
কোথায় এত গোলাম খাড়া,
কোথায় এত চলে মুমিন
এমন মহা বেগে,
সেথা ওয়াজ শুনে ঘুমিয়ে উঠি
আজান শুনে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি।

সকল দেশের সেরা সে যে
নবীর জন্মভূমি।।

এমন রুক্ষ ভূমি কাহার,
কোথায় এমন বালির পাহাড়
কোথায় এমন ঊষর ক্ষেত্র
আকাশ তলে মেশে
এমন বালির উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের সেরা সে যে
নবীর জন্মভূমি।।

ধর্মে কর্মে নাহি ফাঁকি,
বাক্যে বাক্যে মেলে নেকী
উচ্ছসিয়া চলে পাপী
পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা পাপের জ্বালা ফুরিয়ে ফেরে
পাথর চুমা খেয়ে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি।

সকল দেশের সেরা সে যে
নবীর জন্মভূমি।।

ভায়ের ভায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ,
নবী তোমার চরণ দু'টি
বক্ষে আমার ধরি,
আমার যে দেশে হোক জন্ম,
যেন ঐ দেশেতেই মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের সেরা সে যে
নবীর জন্মভূমি।।

ভূমিকা

মাঠের ধারে শ্যাওড়া গাছে
পেতনীরা সব বসেই আছে
ভূতের কুমার আসবে কখন খ্যাঁকশিয়ালে চড়ে।
জোনাক ধরে গাঁথছে মালা
বনবাতাসে দিচ্ছে দোলা
নজর তাদের পড়েই আছে আমড়াতলার মোড়ে।।

রাজকুমারের গল্প লেখার
চেষ্টা এখন নেহাত বেকার
রাজত্ব আজ ভূতের হাতে, রূপকথা আজ বাদ।
লিখছি শুধুই ভূতকথা তাই
যেমনই হোক, পরোয়া নাই
ভূতের রাজা প্রাইজ দিলেই মিটবে মনের সাধ।।

বিষমিল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরবন্দনা
গলদের শুরুতে যেটা করতেই হয়

ভগবান-গড অথবা আল্লা
সকলেরি হাতে রয়েছে পাল্লা
সকলেই নাকি এ ভবসাগরে
একা কাপ্তেন, বাকিরা মাল্লা।।

জাহাজে জাহাজে লাগে টক্কর
পুরোনো জাহাজ, ভাঙা লক্কড়
যাত্রীরা পড়ে ডুবে যায় মরে
দেখে হাসাহাসি করে ফক্কড়।।

আমাদের নেই এসব বালাই
কাপ্তেন নেই, চলি একলাই
হাল কম্পাস নিজে দেখি আর
নিজের নৌকা নিজেই চালাই।।

জাহাজের জ্ঞানী জাহাজেই থাকো
জ্ঞানের বস্তা সামলিয়ে রেখো
দুরবীন দিয়ে স্বর্গের পানে
(থুড়ি! উপকূলে) সর্বদা দেখো।।

আমাদের পানে দিয়ো না নজর
আমরা অপয়া (সাথে খচ্চর)
তাই তো আমরা ডাঙায় যাব না
ভেসেই থাকব সারা বচ্ছর।।

আইসিস বন্দনা
(যার হাতে বন্দুক, তারই পায়ে তেল)

আল কায়দার নেতা মরে
চলছিল খুব ক্রাইসিস
আল্লা বড়ই দয়ালু তাই
বানিয়ে দিল আইসিস।

সেক্সি জিহাদ করতে দিয়ে
নাহয় হল থাইসিস
আল্লা বড়ই দয়ালু তাই
স্বর্গে যাবে আইসিস।

ভবিষ্যতের চিন্তা ভেবে
মাথায় হল ক্রাইসিস
স্বর্গে আবার মরতে হবে
সঙ্গে গেলে আইসিস।

কাছিম কাহিনী সিরিজ

কাছিম কাহিনী সিরিজের কবিতাগুলি মূলত নূরানী চাপার পদ্যানুবাদ। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, নূরানী চাপার লেখার স্টাইলে ও ভাষায় যে মজা আছে, তা পদ্যানুবাদে নিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আশা করব, পাঠকেরা নিজেরাই মূল নূরানী চাপা পড়ে তফাতটুকু বুঝে নেবেন।

একদা বিনা স্তম্ভে উচ্চ করিয়া রাখা মজবুত আকাশের নিচে সমতল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পবিত্র আজব দেশে এক পবিত্র আজব শিশুর জন্ম হইয়াছিল। সেই শিশু এতই পবিত্র ছিল যে, তাহার জন্মের পূর্বে সৃষ্টিকর্তা সেই সমগ্র দেশকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য হাজার বৎসর ধরিয়া স্টেরিলাইজ করিয়াছিলেন। ফলে সেখানে এখনো ধান-চাল জন্মায় না। কত ধানে কত চাল হয়, তাহা জানিবার দুর্ভাগ্য সেই পবিত্র দেশের এখনো হয় নাই।

যাহা হউক, সেই পবিত্র শিশুর জন্মকালীন নামটি তেমন পবিত্র হয়নাই। তাই তাহা সেই মরুভূমির স্টেরিলাইজেশন প্রসেস-এ মারা গিয়াছে। শিশুটি নাকি সে কালে বোরখা পরা নারী অপেক্ষাও লাজুক ছিল। তাই তাহার নাম হইয়াছিল **'কাছিম'**।

এই কাছিমের কাহিনী সম্পূর্ণ বর্ণনা করার সাধ্য কারও আছে বলে জানা নেই। এই সামান্য প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে যদি সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করেন তবেই কাছিমের কাহিনী পুরোপুরি লিখিত হবে এবং আমার এই অতিক্ষুদ্র অপচেষ্টা সার্থক হবে।

কাছিম কাহিনী প্রথম বার্তা
(নূরানী চটি বই)

ছোকরা কাছিম করল যবে জাস্ট বিয়া
মনের মত মাঠ দিল না আল্লাতে
করত কী সে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষেত নিয়া!
লাঙলটা তার চলত না হায় সেই ক্ষেতে।

কাছিম ছিল বেজায় মনোকষ্টেতে
শষ্যক্ষেতে হৈতনা তার বৃষ্টিপাত
ক্লান্ত হল দুম্বা এবং উষ্ট্রেতে!
ব্যথা করে উঠল তাহার দুইটি হাত।

আল্লা তখন ওপেন করে সেফটি ভল্ট
পাঠিয়ে দিল উড়নদূতের হাত দিয়ে
যে বইখানা এই দুনিয়ার সবচে' হট
বললে - যা, তোর প্রভুর নামে পড় গিয়ে।

কাছিম কাহিনী: অলৌকিক অঙ্গীকার

ছোট্ট কাছিম হৈল যবে জাস্ট বড়
তারে একখান লাঙ্গল দিল আল্লাতে
লাঙ্গলখানা সত্যি ছিল বেশ দড়
ছোট্ট কাছিম পারছিল না সামলাতে।

কাছিম ছিল বড়ই মনোকষ্টেতে
লাঙ্গল কাজে লাগল না তার একদিনও
আল্লা তখন লাগিয়ে দিল তার সাথে
উনতিরিশ ম্যান-পাওয়ারের ইঞ্জিনও।

তারপরে যা হৈল তাহা ঐতিহাস
টেম্পারেচার এমনি ছিল বেশ গরম
তার উপরে তিরিশ পাওয়ার বাড়তিতে
পড়ল কাছিম অ-সুবিধায় বেশ চরম।

আল্লা তখন জগত জুড়ে শষ্যক্ষেত
বানিয়ে দিল সেই প্রব্লেম করতে দূর
বললে, এখন পরের মাঠেই লাঙল দাও
মরার পরে তোমায় দেবো লক্ষ হুর।

কাছিম কাহিনী: গাধা

জুয়ান কাছিম যাইতেছিল পথ দিয়া
পিছন হতে শুনতে পেল গাধার ডাক
কী কইছিল আমরা বুঝি নাই মিয়া
কাছিম শুধু বুঝতে পেল “আল্লা ফাক”।

কাছিম ছিল বেজায় মনোকষ্টেতে
ফাক বলে সেই ডাক শুনে হয় আনহ্যাপী।
ভাবল মনে, এতকালের চেষ্টাতে
জুটল গাধা! মানুষগুলো খুব পাপী।।

কাছিম গিয়ে দাঁড়ায় গাধার পিছবাগে
করল চালু তিরিশ পাওয়ার যন্ত্রটাও।
বলল, "প্রিয়! আল্লা আমার দোস্ত্ লাগে
ব্যস্ত সে, তাই আমায় দিয়েই কাজ চালাও"।।

কাছিম কাহিনী: মূর্তি হারাম

ছোট্ট কাছিম হইয়া গেল আধবুড়া
নিজের চেয়েও বৃদ্ধ বিবি সামলাতে।
অন্যদিকে আবু তালিব (তার খুড়া)
লাগায় তারে মূর্তি সাফাই কামলা-তে।।

কাছিম ছিল বেজায় মনোকষ্টেতে
কাবার ভেট-এর হইত না সে অংশীদার।
মাগনা কেবল সাফাই করার চেষ্টাতে
এলার্জিতে বাজত নাকে বংশী তার ।।

তাইতো কাছিম রইত বিবির ঘর জামাই
চাচার কাছে মোটেও যেতে চাইত না।
গুহায় গিয়ে উটের সাথে খেলত তাই
সেখানে কেউ বাগড়া দিতে যাইত না।।

মনের দুখে কাছিম শুধু করত ধ্যান
বকরী নিয়ে পালিয়ে যেত পর্বতে।
আল্লা তখন মূর্তিপূজাই করল ব্যান
নতুন করে পাঠানো তার ধর্মতে।

কাছিম কাহিনী: কুত্তা খারাপ!

দামড়া কাছিম যাইতেছিল মাঝরাতে
চাচাত বোন উম্মে-হানীর ঘরপানে
একলা কেন? নেই কেন তার কেউ সাথে?
মতলব তার কী ছিল তা, সে-ই জানে।

কুত্তা ছিল অনেকগুলি সেই দেশে
মধ্যরাতে কাছিম দেখে করল ঘেউ
কাছিম ভাবে এবার বুঝি যাই ফেঁসে
ঘুম ভেঙে এই লাফিয়ে বুঝি ধরল কেউ।

বল্ল কাছিম "আল্লা, এবার সামলা রে!
এমন করে দিন চালানো হয় না আর
পড়লে ধরা খেতেই হবে মামলা রে
কোথায় পাবো মধ্যরাতে ময়না আর।"

আল্লা তখন চুলকে মাথা রুল আজিব
বানিয়ে দিল সেই প্রব্লেম করতে দূর
এবার থেকে কুত্তাগুলো হারাম জীব
কুত্তা তাড়াও, মরার পরে মিলবে হূর।।

নান্টু ঘটক সিরিজ

নান্টু ঘটক ঘটকালিতে বিখ্যাত। তার পছন্দের পাত্র-পাত্রীরা একেবারে আগুনের গোলা। এরকম মহান ঘটকের প্রতি সম্মান জানাতে তার মাধ্যমে হওয়া কিছু অসম্ভব বিয়ের কাহিনী এখানে জানানো হচ্ছে। নান্টু ঘটক ছাড়া এইসব বিবাহ আর কারও পক্ষে ঘটানো সম্ভব ছিল বলে আমাদের মনে হয় না।

খাদীজা বিবির বিবাহ: সাক্ষীর জবানী

(দুইবার বিধবা হওয়া ৪০ পার করে ফেলা খাদীজা বিবির সঙ্গে ২৫ বছরের জোয়ান পাত্রের বিবাহ দেওয়া)

আরবে উটের পিঠে গদী আঁটা মোটা সিটে
বসে ছিল নান্টু ঘটক
আবু-তালিবের গাড়ি সে সময়ে তাড়াতাড়ি
পার হল মদীনা ফটক।।
সে গাড়ির পাশে পাশে গাধায় চড়িয়া আসে
ভাইপো সে মহাবদ ছোকরা
পাঠশালে দিয়ে ফাঁকি লেখাপড়া সবই বাকি
তাই শুধু চরাইত বকরা।।
দেখিয়া নান্টুর মুখ মনে তার বড় সুখ
তাড়াতাড়ি এসে তারে ধরিয়া
বলে "এ জোয়ান কালে কোনোমতে পেট চলে
বিয়াশাদী হইবে কী করিয়া!"

নান্টু কহিল "মিয়া, ছাড়ো কথা প্যাঁচানিয়া
অসাধ্য নহে কোনও কর্ম
কী প্রকার বিবি চাও নির্ভয়ে বলে যাও
খুলে দাও আপনার মর্ম।।"
এমন ভরসা পেয়ে মহাবদ ওঠে গেয়ে
“সেই বিবি সবচেয়ে চাঙ্গা

রূপে সে হইবে 'সানি', থাকিবে টাকার খনি
রাগিলে করে না মারদাঙ্গা।।
জুটিলে তেমন মেয়ে দিন যাবে নেচে গেয়ে
করিতে হবে না আর নোকরী
ক্ষতি নাই হলে বুড়ি, পকেটে আসিলে কড়ি
লাইন লাগাবে কত ছোকরী!"

নান্টু কহিল ভেবে "বুদ্ধি দিলে কি নেবে?
রয়েছে তেমনই এক কন্যে
বয়স যদিও বেশি তবুও রূপের রাশি
পিছনে অনেকে ঘোরে হন্যে
আগে আরও দুইবার করিয়েছি শাদি তার
পাত্ররা বেশিদিন টেকে নাই
তাদের সম্পদ যতো হিসাব ছিল না কতো
সবকিছু পেয়েছে এ বিধবাই
এর উপরে বাপ তার বিরাট ব্যবসাদার
তার কত আছে কারও জানা নেই
কে তার হিসাব করে! বুড়ো গেলে পরপারে
ওয়ারিস হয়ে সব পাবে সেই।
সোনা হয় যাহা ধরে ছাপ্পড় ফুড়িয়া তারে
রাশি রাশি দিয়ে গেছে আল্লা
টাকার রয়েছে খনি রূপে সে পরীর রাণী
মেয়ে নয় আগুনের গোল্লা।"

মনোবাসনা

নান্টু ঘটক ছিল সেরা পরিণয়কার
এ যাবত দুনিয়ার মাঝারে
জোটে না যাহার বিবি, জুটাইয়া দিত দশ
এমনই সুনাম ছিল বাজারে।
দয়াল নবীর যবে পঞ্চাশ হইল পার
উড়ু উড়ু করে প্রাণপক্ষী
বাসনা হইল তার বিবাহ করিয়া ঘরে
আনিবারে কচি এক লক্ষ্মী।

শুনিয়া নবীর দাবি নান্টু কহিল হেসে,
"খাদীজা বিবি যে আজও বাঁচিয়া
তোমার কাহিনী শুনে চুপ সে তো থাকিবে না
মহা রেগে উঠিবে সে নাচিয়া।
বিবাহ দেওয়া তো সোজা মেয়ে আছে শতশত
অসাধ্য কিছু নহে কর্ম
বিবি নিয়ে ঘরে গেলে তোমার কী দশা হবে
ভেবেছ কি কভু তার মর্ম?
তোমার তো কিছু নাই রয়েছ ঘর-জামাই
খাদীজা এখনই দিলে ভাগিয়ে
ভিখারীর দশা হবে কেয়ার-অফ ফুটপাথ
কেন দিতে চাও তারে রাগিয়ে!

ভেবে দেখো, মহাবদ, বিবি যদি ক্ষেপে যায়
বাঁচাইতে পারিবে না আল্লা
নিজের বিবিরে তুমি আশা করি ভালো চেনো
মেয়ে নয়, আগুনের গোল্লা।।

আয়েষা বেবির বিবাহ: বেবির জবানী

(৬ বছরের আয়েষা বেবির সঙ্গে ৫২ বছরের দয়াল নবীর বিবাহ দেওয়া একমাত্র নান্টু ঘটকের পক্ষেই সম্ভব বলে আমাদের ধারণা)

বয়স তখন ছয়   নাই কোনো লাজ ভয়
রাত কাটে ভোর হয় নয়ন মেলিয়া
নরম শীতলপাটি   গরম দুধের বাটি
দিন কাটে ফাটাফাটি পুতুল খেলিয়া।
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা   শেষ হয়ে গেলে খেলা
আদরে মায়ের কোলে বসে শোনা ছড়া
চোখে নেমে আসে ঘুম   আসে রাত নিঝঝুম
স্বপ্নে রাজপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়া।

এমনই সুন্দর দিনে   পড়ে বাজ মেঘ বিনে
আগমন দেখিলাম নান্টু ঘটকের
বাদ দিয়ে সব কন্যে   কেবল আমারই জন্যে
নিয়ে এল চাবিখানি স্বর্গ ফটকের।

সেকালে স্বর্গের খোঁজে   কেহ থাকে চক্ষু বুজে
আর কেহ যুদ্ধ করে হাতে তলোয়ার
কেহ বলে অহিংসাতে   স্বর্গ পাবে হাতে হাতে
কেহ বলে রক্তপাতে হয়ে যাবে পার

কেবলই পুণ্যের বস্তা দেবে না স্বর্গের রাস্তা
সেখানেও আছে নানা হিসাবের ফের
প্রত্যহ নামাজ পড়ো অথবা জিহাদ করো
অন্ধভাবে মেনে চলো বাক্য কেতাবের

এমন ধন্দের দিনে ঠিক পথ চিনে চিনে
আসিল সুখের বার্তা নান্টু ঘটকের
পিতাও আনন্দে নেচে কোলের মেয়েটি বেচে
পেয়ে গেল হাতে চাবি স্বর্গ ফটকের।

পাত্রটি বড়ই চাঙ্গা করে শুধু মারদাঙ্গা
এক বিবি মারা গেছে বাকি আছে এক
বয়সে বাহান্ন পুরো আমার বাপেরও বড়ো
এমন সুন্দর পাত্র কে-বা ছাড়িবেক!
গুণে বড় চমৎকার নাহি কোনো সীমা তার
এক রাতে সাত স্বর্গে করে আসা-যাওয়া
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ কাটাকাটি করে চাঁদ
ডাকাতি করিয়া ফেরে তবে জোটে খাওয়া।

এ জগতে একমাত্র সেই মোর যোগ্যপাত্র
এরকমই ছিল দাবি নান্টু ঘটকের
জগতে বিখ্যাত পোলা জ্বলন্ত আগুন গোলা
শুধু তারই হাতে চাবি স্বর্গ ফটকের।

আয়েষা বেবির বিয়ে: সাক্ষীর জবানী

নান্টু ঘটক বুড়ো জগতে সবার খুড়ো
মহাবদ কাঁদে তারে ধরিয়া।
প্রথম বিবির সাথে পরাণ লইয়া হাতে
বেঁচে থেকে প্রাণ ছিল মরিয়া।
যদিও হয়েছি বুড়ো পঞ্চাশ হয়েছে পুরো
তবু আজও তাজা আছি খাশা যে
কচি কনে পাই যদি করিব আবার শাদি
বহুকাল ধরে মনে আশা যে।

নান্টু কহিল মিয়া ছাড়ো ত্যানা প্যাচানিয়া
ব্যবসায় যাহা লাগে তাহা দাও
খরচ করিবে যদি করাইব দশ শাদি
ছয় হতে ছত্রিশ যাহা চাও।

এমন ভরসা পেয়ে মহাবদ ওঠে গেয়ে
আছে মোর চেলা আবু বকরী
দেখেছি তাহার কোলে বসিয়া পুতুল খেলে
ছয় বছরের কচি ছোকরী।
প্রভাতে দেখিলে তারে ইমান আপনি বাড়ে
মন চায় রাতে দেখি গোপনে

দিনে তারই কথা ভাব রাতে দেখি তার ছবি
ঘুমালেও তারে দেখি স্বপনে।
মুখে কি বোঝাই বলো নিজেই দেখিবে চলো
কি জিনিস বানিয়েছে আল্লা
চাহিলে তাহার দিকে হুরপরী লাগে ফিকে
মেয়ে নয়, আগুনের গোল্লা।

আয়েষা বেবির বিয়ে: বেবির নিজের জবানী

নান্টু ঘটক নামে এক মস্ত মহাশয়
বিয়ের খবর নিয়ে এল, বয়স যখন ছয়
পাত্র আমার মস্ত মানুষ, তুলনা তার নাই
বাপ নেই তার, মা নেই তার, নেইকো বহিন-ভাই
একটি আছে পুষ্যি ছেলে, কিসের তাতে ভয়?
তাড়িয়ে দিলে কী আসে যায়? আপন তো আর নয়!
বৃদ্ধ বিবি একটি আছে, সে যদি হয় বোঝা,
তাকেও দেবে বিদায় করে। তালাক দেওয়া সোজা।
কন্যে ছিল, তারা সবাই গেছে শ্বশুরবাড়ি।
তেমন হলে তাদের সাথেও করতে রাজি আড়ি।
একটু বেশি বয়স হলেও নয় সে মরো-মরো
মাত্র আমার বাপের চেয়ে দুই বছরের বড়ো।
পছন্দ তো হতেই হবে, নইলে যাবে কল্লা!
যেমন তেমন পোলা সে নয়, আগুনেরই গোল্লা!!

আয়েষা বেবির বিয়ে: বেবির নিজের জবানী

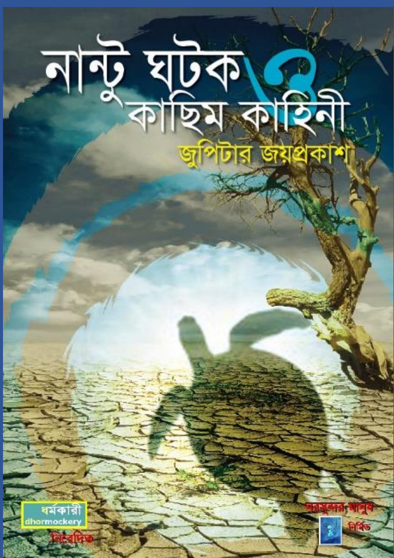
নান্টু ঘটক বলেছিল খুব করে
তারপরে নিজে স্বপ্ন দেখাল আল্লা
ছয় বছরেই তাই খেলাধুলা ছেড়ে
বিয়ে করলাম, পাত্রের সে কী জেল্লা
পাত্রটি সবে বাহান্ন পার হচ্ছে
হাতে তার থাকে তলোয়ার খাপ খোল্লা
পুরো হয়ে যায় যখন যা তার ইচ্ছে
কথা না শুনলে সোজা কেটে ফেলে কল্লা
মুরুব্বি যত পুত্র সমান হয়
দুইদিন আগে যারা দিত কান মল্লা
মিয়াকে আমার সকলেই করে ভয়
পোলা সে তো নয়! পুরো আগুনের গোল্লা।



নান্টু ঘটক ও কাছিম কাহিনী

নান্টু ঘটক ঘটকালিতে বিখ্যাত। তার পছন্দের পাত্র-পাত্রীরা একেবারে আগুনের গোলা। এরকম মহান ঘটকের প্রতি সম্মান জানাতে তার মাধ্যমে হওয়া কিছু অসম্ভব বিয়ের কাহিনী এখানে জানানো হচ্ছে। নান্টু ঘটক ছাড়া এইসব বিবাহ আর কারও পক্ষে ঘটানো সম্ভব ছিল বলে আমাদের মনে হয় না।

কাছিম কাহিনী সিরিজের কবিতাগুলি মূলত নূরানী চাপার পদ্যানুবাদ। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, নূরানী চাপার লেখার স্টাইলে ও ভাষায় যে মজা আছে, তা পদ্যানুবাদে নিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আশা করব, পাঠকেরা নিজেরাই মূল নূরানী চাপা পড়ে তফাতটুকু বুঝে নেবেন।



একটি ধর্মকারী ইবুক
dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net